কলকাতা হাইকোর্টে

(সাংবিধানিক রিট এক্তিয়ার)

<u>আপিল বিভাগ</u>

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি পার্থ সারথি চ্যাটার্জি

২০২২ সালের ডব্লিউ পি এ ১৩৬৪২

শ্রীমতী. সাহানা শোম মণ্ডল

-বনাম-

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য

আবেদনকারীর জন্য : শ্রী ইন্দ্রনাথ মিত্র,

শ্রী শুভঙ্কর দাস।

রাজ্যের জন্য : শ্রী রিতেশ কুমার গাঙ্গুলি,

শুনানী হয় : ২০.০৯.২০২৩

রায় দেওয়া হয় : ৩০.১১.২০২৩

<u>বিচারক পার্থ সারথি চ্যাটার্জি:-</u>

১. একটি আইনি দ্বন্দ্ব এই আদালতের কাছে এই বিষয়ে একটি নীরবতা চেয়েছে একজন প্রভাষকের বিধবা কন্যা এবং/অথবা বেসরকারী কলেজ পারিবারিক পেনশনের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী এমন শিক্ষক কর্মী কিনা

২. লিসের উৎপত্তি খুঁজে বের করার জন্য, রিট আবেদনে তথ্য সংকলিত হয়েছে যেখানে বিজ্ঞাপন দেওয়া লাভজনক হবে। আবেদনকারীর মা, মিনাতি শোম (সংক্ষেপে, শ্রীমতি শোম), মৃত হওয়ার পর থেকে, দক্ষিণ কলকাতা গার্লস কলেজ (সংক্ষেপে, কলেজ), একটি বেসরকারী কলেজের প্রভাষক ছিলেন। ৩৭ (সাতাশ) বছরেরও বেশি সময় ধরে চাকরি করার পরে তিনি ১৯৯১ সালে অবসর গ্রহণের বয়স অর্জন করেছিলেন কিন্তু তাঁর চাকরির মেয়াদ ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল এবং তাই তিনি শুরু করেছিলেন ১৯৯৬ সালে এবং তার পর থেকে পেনশন নেওয়া।

৩. আবেদনকারী শ্রীমতি শোমের একমাত্র কন্যা হওয়ায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন যে রণজিৎ মন্ডল নামে একজনের সঙ্গে শ্রী মন্ডল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী স্বামীর অকাল প্রয়াণে আবেদনকারী তার বেঁচে থাকার জন্য তার বাবা-মায়ের বাড়িতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। আবেদনকারীর বাবা সুবোধ কুমার শোম ২০০৪ সালের ৭ই ডিসেম্বর স্বর্গে চলে যান এবং ২০১৯ সালের ৭ই জুলাই দুর্ভাগ্যজনক আবেদনকারী তার মা মিসেস শোমকে হারান। ফলস্বরূপ, স্বামী তার বেঁচে থাকার জন্য তার বাবা-মায়ের বাড়িতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন।শ্রীমতি শোমের পক্ষে পেনশন বিতরণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

৪. আবেদনকারী ১৯ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষ সচিব, অর্থ বিভাগ, পেনশন শাখা কর্তৃক জারি করা ১২ নভেম্বর, ২০০৮ তারিখের নির্দেশিকা অনুসারে তার অনুকূলে পারিবারিক পেনশন মুক্তির জন্য আবেদন করেছিলেন, কিন্তু প্রতিনিধিত্ব পাওয়ার পরেও, সংশ্লিষ্ট বিবাদী প্রতারণামূলক নীরবতা বজায় রেখেছিলেন এবং তাই, আবেদনকারীকে এই আদালতের কাছে আবেদন করতে বাধ্য করা হয়েছিল, যেখানে ১২ নভেম্বর, ২০০৮ তারিখের নির্দেশিকা অনুসারে বিবাদীদের তার অনুকূলে পারিবারিক পেনশন মুক্তির নির্দেশ দেওয়ার জন্য ২০২১ সালের ডবলু পি এ ১১৩৬৩ নামে একটি রিট আবেদন করা হয়েছিল।

৫. ২০২১ সালের ১৯শে জুলাই, এই আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা অধিকর্তাকে নির্দেশ দিয়ে রিট পিটিশনের নিষ্পত্তি করে যে কোনও -৯শে জুলাই, ২০২১ তারিখের আদেশের অনুলিপির যোগাযোগের তারিখ থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে আইন অনুসারে এই আবেদনটি কঠোরভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে।

৬. ১৯ শে জুলাই, ২০২১ তারিখের আদেশ প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও, তাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা মেনে চলা হয়নি। আবেদনকারীকে ২০২১ সালের সি .পি .এ .এন. ৯৫৪ হিসাবে একটি অবমাননার আবেদন গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল কিন্তু অবমাননার আবেদন বিচারাধীন থাকাকালীন, আবেদনকারীর ১৯শে এপ্রিল, ২০২১ তারিখের উপস্থাপনাটি একটি যুক্তিসঙ্গত তারিখ ২৪.০৩.২০২২ তে আদেশের নম্বর ৪৪এল /১C-২৩৫এল /২০২১ এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। তদনুসারে, এই তথ্যটি রেকর্ড করে, অবমাননার আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। এটি লক্ষণীয় যে ২৩শে মার্চ, ২০২২ তারিখের আদেশ পাস করার মাধ্যমে, পাবলিক ইন্সট্রাকশন ডিরেক্টর পারিবারিক পেনশনের জন্য আবেদনকারীর দাবি অস্বীকার করেছিলেন, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, যুক্তি দিয়েছিলেন যে মেমোতে থাকা নির্দেশিকাগুলি. ভিডিও নং ৭৩৮২-সরকারী কর্মচারী/পেনশনভোগীদের অবিবাহিত, তালাকপ্রাপ্ত/বিধবা কন্যাদের আজীবন পারিবারিক পেনশন প্রদানের জন্য ১২.১১.২০০৮ তারিখের এফ (পেন) প্রযোজ্য এবং রাজ্য-সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজের কোনও কর্মচারীর বিধবা কন্যাদের জন্য নয় এবং মেমো নং ১০৯৭-এডন (সিএস) তারিখ ৩১ মে, ২০০০ এর ধারা ৩০ অনুসারে, যা সাধারণভাবে পরিচিত বলে দাবি করা হয়েছিল,

পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারি কলেজগুলির কথোপকথন (ডেথ-কাম-অবসর সুবিধা) প্রকল্প, ১৯৯৯, পারিবারিক পেনশনের সুবিধাগুলি অ-শিক্ষক/প্রভাষকের বিধবা কন্যার সরকারি কলেজ এর জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

৭. তথ্য অধিকার আইনের ৬ ধারার অধীনে একটি আবেদন ছিল যে আবেদনকারীর পক্ষ থেকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া স্মারকলিপিটি বিধবা কন্যাকে পারিবারিক পেনশন ছাড়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিনা তা জানতে চাওয়া হয়েছে। সেই আবেদনের জবাবে, পাবলিক ইন্সট্রাকশনের যুগ্ম অধিকর্তা জানিয়েছিলেন যে এই জাতীয় কোনও মেমো নেই। ৩১.০৫.২০০০ তারিখের ১০৯৭-এডন (সিএস)-এর মাধ্যমে। তবে, বেসরকারী কলেজগুলির শিক্ষকের পেনশনের ক্ষেত্রে একটি স্মারকলিপি ছিল যা মেমো. নং. ১০৯৭-এডন (সিএস) তারিখ ৩১$^{শে}$ মে, ১৯৭৮ তে যা পশ্চিমবঙ্গ অ-সরকার হিসাবে পরিচিত। শিক্ষকদের মৃত্যু-অথবা-অবসর সুবিধার প্রকল্প (এরপরে প্রকল্প হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)।

৮. অতএব, আদেশের স্থায়িত্ব নির্ধারণ করে। ৪৪এল /১C-২৩৫এল /২০২১ , ২৪শে মার্চ তারিখে , ২০২২ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাবলিক ইন্সট্রাকশন ডিরেক্টর দ্বারা পাস করা হয়েছে এবং আবেদনকারীর কাছে পারিবারিক পেনশন এবং এর বকেয়া বিতরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট উত্তরদাতাদের উপর একটি নির্দেশনা চেয়েছে, বর্তমান রিট আবেদন চালু করা হয়েছে।

৯. যেহেতু, ৩১শে মে, ২০০০ তারিখের একটি মেমো. ভিডিও নং. ১০৯৭-এডন (সি. এস)-এর একটি ভুল উল্লেখ ছিল, ০১.০৯.২০২৩ তারিখের একটি আদেশ পাস করে পাবলিক ইন্সট্রাকশন ডিরেক্টরকে ৫.৯.২০২৩ তারিখে ব্যক্তিগতভাবে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং এই ধরনের ভুল রেফারেন্স সম্পর্কে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিন

২৪.০৩.২০২২ তারিখের আদেশে একটি হলফনামা আকারে। ০১.০৯.২০২৩ তারিখের উক্ত আদেশ মেনে সংশ্লিষ্ট পাবলিক ইন্সট্রাকশন ডিরেক্টর ব্যক্তিগতভাবে আদালতে হাজির হন এবং একটি হলফনামা দাখিল করে বলেন যে ২৪.৩.২০২২ তারিখের আদেশে ভুলভাবে মেমো উল্লেখ করা হয়েছে। ৩১শে মে, ২০০০ তারিখের নং ১০৯৭-এডন (সিএস) উল্লেখ করা হয়েছিল যা পড়া উচিত।এখানে মেমো হিসাবে. ভিডিও নং ১০৯৭-এডন (সিএস৮এস) তারিখ ৩১শে মে, ১৯৭৮।

১০. আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী শ্রী মিত্র যুক্তি দেখান যে পারিবারিক পেনশনের সুবিধা সরকারি কর্মচারীর বিধবা কন্যা এবং এমনকি সরকারি কলেজের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের বিধবা কন্যারাও পারিবারিক পেনশন পান কিন্তু যেহেতু আবেদনকারী একজন বেসরকারি কলেজের মৃত শিক্ষকের বিধবা কন্যা, তাই সংশ্লিষ্ট উত্তরদাতা তার পক্ষে এই ধরনের সুবিধা দিতে অস্বীকার করেছেন যদিও আবেদনকারী এই ধরনের সুবিধা উপভোগ করার জন্য সমস্ত মানদণ্ড পূরণ করেছেন। সি. আর. নং-এ এই আদালতের সমন্বিত বেঞ্চ কর্তৃক গৃহীত ১২.১০.২০০১ তারিখের আদেশের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।১৯৯৩ সালের ৭৯৯৩৮ (ডাব্লু) (রিট আবেদনের সংযুক্তি-পি/১৩৮) তিনি যুক্তি দেখান যে এই ক্ষেত্রে বেসরকারী কলেজগুলির অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের একটি সমিতি এই আদালতের দ্বারস্থ হয়ে যুক্তি দিয়েছিল যে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, একাধিক বিজ্ঞপ্তি জারি করে, সরকারী কলেজগুলির অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের অবসরকালীন সুবিধাগুলি ঊর্ধ্বমুখীভাবে সংশোধন করা হয়েছিল কিন্তু বেসরকারী কলেজের শিক্ষকদের এই ধরনের সুবিধাগুলি অস্বীকার করা হয়েছিল এবং ১৯৯৩ সালের সি. আর. নং ৭৯৯৩ (ডাব্লু) উত্তরদাতাদের সমতা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল,

বেসরকারী কলেজগুলির অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং পেনশনভোগীদের ক্ষেত্রে সরকারি কলেজগুলির অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকরা এর মধ্যে সুবিধা এবং এই ধরনের সুবিধার সমস্ত সংশোধন এর কথা বলে।

১১. শ্রী মিত্র আরও যুক্তি দেখান যে পাবলিক ইন্সট্রাকশন ডিরেক্টর, পশ্চিম বঙ্গ সরকার ২০০৩ সালের এফ. এম. এ. নং ৬১৭ (ডব্লিউ)-এ পাস হওয়া ১২.১০.২০০১ তারিখের সি.আর . নম্বর ৭৯৯৩ (ডব্লিউ)- এর আদেশের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছিলেন (পাবলিক ইন্সট্রাকশন ডিরেক্টর, ডব্লিউ. বি.-এর গাউট.-ইউ. এস.-অ্যাসোসিয়েশন অফ সুপারনিউয়েটেড টিচার্স অফ নন-গাউট. কলেজ এবং সংস্থা , ২০০৭ সালে রিপোর্ট করা হয়েছিল (১) সিএইচ. এন ৫৪৭) কিন্তু এই আদালতের একটি মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ ১৯৯৩ সালের সি. আর. নং ৭৯৯৩ (ডব্লিউ)-২০ ৯ ২০০৬ এ নেওয়া দৃষ্টিভঙ্গি বহাল রাখার আবেদনটি খারিজ করে দিয়ে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।তিনি জমা দেন যে ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের আপীল (দেওয়ানী) নম্বরের ২০০৭ এর ৬৬৩৬ এর জন্য ও বিশেষঅনুমতির জন্য একটি আবেদন পছন্দ করেন। পরবর্তীকালে, আপিলের জন্য বিশেষ অনুমতির আবেদন প্রত্যাহার করা হয়।

১২. শ্রী মিত্রের মতে, ১৯৯৩ সালের সি. আর. নং ৭৯৯৩ (ডব্লিউ)-এ প্রদত্ত প্রস্তাব চূড়ান্ত হয়েছে এবং তাই, সরকারি কলেজ ও বেসরকারি কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে পেনশন সংক্রান্ত সুবিধার ক্ষেত্রে উত্তরদাতারা সমতা বজায় রাখতে বাধ্য এবং উত্তরদাতারা বেসরকারি কলেজের শিক্ষকের বিধবা কন্যাকে পারিবারিক পেনশন দিতে বাধ্য যেহেতু এই সুবিধা সরকারি কলেজের শিক্ষক ও সরকারি কর্মচারীর বিধবা কন্যাকে দেওয়া হয়। ১৯৭৮ সালের ৩১শে মে ১০৯৭-এডন (সি. এস) এবং মেমো নং ৭৩২-এফ (পেন)-এর অনুলিপি। শ্রী মিত্রের জমা দেওয়া নথির সঙ্গে রাখা আছে।

১৩. এর জবাবে, রাজ্যের আইনজীবী শ্রী গাঙ্গুলি যুক্তি দেখান যে, বেসরকারী কলেজের একজন শিক্ষক এবং সরকারী কলেজের একজন শিক্ষক এবং একজন সরকারী কর্মচারীকে একই অবস্থানে থাকার দাবি করা যায় না। তিনি আরও যুক্তি দেন যে, মেমো নং ১০৯৭-এডন (সি. এস) তারিখ অনুসারে, বেসরকারী কলেজের শিক্ষকের বিধবা কন্যা পারিবারিক পেনশন পাওয়ার অধিকারী নয়। তিনি রিট আবেদন খারিজ করার জন্য প্রার্থনা করেন।

১৪. পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষক (মৃত্যু-সহ-অবসর সুবিধা) প্রকল্পের শারীরবিদ্যা (সংক্ষেপে, প্রকল্পটি) যতদূর পারিবারিক পেনশনের সাথে সম্পর্কিত, তা স্ক্যান করার পরে, এটি স্পষ্ট যে ৩১শে মে, ১৯৭৮-এর মেমো নং ১০৯৭-এডন (সি. এস)-এর চিঠির ভিত্তিতে, যা ১১ই মে, ১৯৭৬-এর সরকারী আদেশ নং ৮১৭-এডন (সি. এস)-এর ধারাবাহিকতায় জারি করা হয়েছিল, এই প্রকল্পটি, যা ১লা এপ্রিল, ১৯৭৪ থেকে পূর্ববর্তী প্রভাবের সাথে চালু করা হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারী অধিভুক্ত কলেজগুলির সমস্ত পুরো সময়ের শিক্ষকদের (স্থায়ী এবং অস্থায়ী উভয়) জন্য প্রযোজ্য করা হয়েছিল, যারা ৩১.০৩.১৯৭৪-এ ১ন চাকরিতে ছিলেন এবং এর পরে যারা নিযুক্ত হয়েছিলেন তাদেরও ইউ. জি. সি-র নতুন স্কেলে বেতন দেওয়া হয়েছিল।এই প্রকল্পের ৪র্থ অনুচ্ছেদ অনুসারে, পেনশন (পারিবারিক পেনশন সহ)-সহ-গ্র্যাচুইটি এই প্রকল্পের আওতায় গ্রহণযোগ্য হবে। এই প্রকল্পের ৫ (থ) (২) অনুচ্ছেদে পারিবারিক পেনশনের উদ্দেশ্যে 'পরিবার' শব্দটি সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং ১ম সংজ্ঞায় একজন শিক্ষকের আত্মীয়, অর্থাৎ i) পুরুষ শিক্ষকের ক্ষেত্রে স্ত্রী, ii) মহিলা শিক্ষকের ক্ষেত্রে স্বামী, iii) দত্তক পুত্র সহ নাবালক পুত্র, iv) অবিবাহিত দত্তক কন্যা সহ অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যা এবং v) নির্ভরশীল বাবা-মা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই প্রকল্পের ৩০ অনুচ্ছেদে পেনশনের সময়কালের কথা বলা হয়েছে, যা অনুচ্ছেদ-৩২-এ দেওয়া বিধান সাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য, যেখানে বলা হয়েছে যে পারিবারিক পেনশন গ্রহণযোগ্য হবে-ক) বিধবা/বিধবার ক্ষেত্রে মৃত্যু বা পুনর্বিবাহের তারিখ পর্যন্ত, যেটি আগে হোক না কেন; খ) নাবালক পুত্রের ক্ষেত্রে তার বয়স ১৮ বছর না হওয়া পর্যন্ত; গ) অবিবাহিত কন্যার ক্ষেত্রে তার বয়স ২১ বছর না হওয়া পর্যন্ত বা বিবাহের ক্ষেত্রে, যেটি আগে হোক না কেন; এবং ঘ) নির্ভরশীল পিতামাতার ক্ষেত্রে তাদের মৃত্যু বা পুনর্বিবাহের তারিখ পর্যন্ত, যেটি আগে হোক না কেন। এর ৩২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে পেনশন পরিবারের সদস্যের একজনকে প্রদেয়।

১৫. ১২ই নভেম্বর, ২০০৮ তারিখের মেমো নং ৭৩২-এফ (পেন)-এর মাধ্যমে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারি করা ৬২০-এফ (পেন) এবং ১৩৮-এফ (পেন)-এ রাজ্য সরকারের কর্মচারী/পেনশনভোগীদের বিধবা/বিবাহবিচ্ছেদপ্রাপ্ত এবং অবিবাহিত কন্যাদের পারিবারিক পেনশনের সুবিধা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে, যেখানে ১২ই নভেম্বর, ২০০৮ তারিখের মেমো নং ৭৩২-এফ (পেন)-এ সরকারি কর্মচারী/পেনশনভোগীদের অবিবাহিত/বিধবা কন্যাদের আজীবন পারিবারিক পেনশন প্রদানের জন্য আবেদন করার পদ্ধতি এবং/অথবা নির্দেশিকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

১৬. অতএব, নিঃসন্দেহে, একটি বেসরকারী কলেজের মৃত শিক্ষকের বিধবা কন্যাকে পারিবারিক পেনশনের জন্য বিবেচনার ক্ষেত্র থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে যেখানে সরকারী কর্মচারীর বিধবা এবং তালাকপ্রাপ্ত কন্যাদের এর জন্য পরিবারের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং পারিবারিক পেনশনের জন্য বিবেচনার ক্ষেত্র থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে,

মৃত্যু-সহ-অবসর সুবিধা প্রকল্পের আওতায় পারিবারিক পেনশনের উদ্দেশ্য তাদের জন্য প্রযোজ্য। এটা মনে রাখার প্রয়োজন নেই যে, কোনও সরকারি কলেজের শিক্ষক সরকারি কর্মচারী হিসাবে বিবেচিত হন এবং সরকারি কর্মচারীর জন্য প্রযোজ্য পরিষেবা বিধি দ্বারা পরিচালিত হন। [দেখুন, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পাবলিক ইন্সট্রাকশন ডিরেক্টর, -বনাম.- অ্যাসোসিয়েশন অফ সুপারনিউয়েটেড টিচার্স অফ বেসরকারি. কলেজ এবং সংস্থা (সুপ্রা)/- এর ক্ষেত্রে রাজ্যের পক্ষ থেকে জমা দেওয়া জমাটি বোঝানো যেতে পারে যে, পারিবারিক পেনশনের সুবিধা কোনও সরকারি কলেজের শিক্ষকের বিধবা কন্যাকে দেওয়া হয়।

১৭. ভারতের সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদে শুধুমাত্র শ্রেণী আইন প্রণয়ন নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং যুক্তিসঙ্গত শ্রেণীবিভাগ নয়। একটি শ্রেণীবিভাগ যুক্তিসঙ্গত, যখন পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য-বনাম-আনোয়ার আলী এ. আই. আর ১৯৫২ এস. সি ৭৫-এ রিপোর্ট করা যা সরকারের ক্ষেত্রে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত বিখ্যাত সিদ্ধান্তে নির্ধারিত দ্বৈত পরীক্ষা যুক্তিসঙ্গত যা নিম্নরূপঃ

(i) শ্রেণীবিভাগ অবশ্যই একটি বোধগম্য পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে হতে হবে যা শ্রেনী থেকে বাদ পড়া ব্যক্তিদের বা গোষ্ঠীভুক্ত জিনিসগুলিকে অন্যদের থেকে আলাদা করে।

(ii) পার্থক্যটির অবশ্যই আইন দ্বারা অর্জন করা হবে এমন চাওয়া বস্তুর সাথে একটি যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক থাকতে হবে।

সুতরাং, এটি বিবেচনা করা উচিত যে পার্থক্যটি যুক্তিসঙ্গত এবং বোধগম্য কিনা এবং যদি উত্তরটি ইতিবাচক হয়, তবে এটি পরীক্ষা করা হবে যে এই ধরনের পার্থক্যের পরিকল্পনার বস্তুর সাথে কোনও যোগসূত্র আছে কিনা। 'বোধগম্য' অভিব্যক্তিটি 'যা বোঝা যায়' বোঝায়।

১৮. এটি যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে একটি বেসরকারী কলেজের শিক্ষককে সরকারী কলেজের শিক্ষক বা সরকারী কর্মচারীর সাথে তুলনা করা যায় না কারণ একটি বেসরকারী কলেজের শিক্ষকের নিয়োগের পদ্ধতি, পরিষেবার শর্ত এবং অবসর গ্রহণের সুবিধাগুলি আলাদা এবং তাই বেসরকারী শিক্ষকরা একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী গঠন করেন।

১৯. এখন, এই ধরনের পার্থক্য যুক্তিসঙ্গত বা বোধগম্য কিনা তা পরীক্ষা করার আগে, আমাকে পরীক্ষা করতে দিন যে এই আদালত এই পার্থক্যটি গ্রহণ করেছে কিনা। পাবলিক ইন্সট্রাকশন ডিরেক্টর, পশ্চিম বঙ্গ সরকার-বনাম .-অ্যাসোসিয়েশন অফ সুপারনিউয়েটেড টিচার্স অফ নন-গভর্নমেন্ট কলেজ এবং সংস্থা (সংযুক্তি-পি/১৪) (উপরে), যা তার চূড়ান্ততা অর্জন করেছে, এই আদালতের মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ কোনও দ্বিধা ছাড়াই রায় দিয়েছে যে '৭.৪.১৯৭৫,১১.৫.১৯৭৬ এবং ৩১.৫.১৯৭৮ তারিখের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, সরকার শিক্ষকদের এই দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে সমতা আনার জন্য একটি সচেতন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যার মধ্যে একজন বেসরকারী কলেজে এবং অন্যজন সরকারী কলেজে নিযুক্ত রয়েছেন।১০৯৭-এডন (সি. এস) তারিখ ৩১.০৫.১৯৭৮ একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে সরকার বেসরকারী কলেজগুলির শিক্ষকদের সংশ্লিষ্ট বেতন ও পদমর্যাদার রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সমতুল্য করার জন্য সচেতন সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এখন, সরকার ফিরে এসে দাবি করতে পারে না যে বেসরকারী কর্মচারীর একজন শিক্ষক এবং একজন সরকারী কর্মচারী ভিন্ন অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছেন।

২০. এ. আই. আর ১৯৮৫ এস. সি ১১৯৬-এ রিপোর্ট করা পুনা মালের (শ্রীমতী)-বনাম -ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে, পারিবারিক পেনশনের উদ্দেশ্য এবং প্রকৃতি ব্যাখ্যা করার সময়, মাননীয়া ভারতের সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করতে পেরে খুশি হয়েছিলঃ

"যখন সরকারি কর্মচারী পারিবারিক পেনশন প্রকল্প প্রণয়ন করার জন্য পরিষেবা প্রদান করেন, তখন বিধবা এবং নির্ভরশীল নাবালক সমানভাবে পারিবারিক পেনশনের অধিকারী হবেন। প্রকৃতপক্ষে আমরা পেনশনকে কেবল একটি বিধিবদ্ধ অধিকার হিসাবেই দেখি না, বরং সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতির পরিপূর্ণতা হিসাবেও দেখি, যা বেকারত্ব, বার্ধক্যজনিত অক্ষমতা বা অনুরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রে জনসাধারণের সহায়তার চরিত্রকে ভাগ করে নেয়। প্রাসঙ্গিক নিয়মশুধুমাত্র সাংবিধানিক আদেশ কার্যকর করুন। "

২১. স্বীকারযোগ্যভাবে, পারিবারিক পেনশন প্রকল্প যা একটি আর্থ-সামাজিক পরিমাপ মৃত কর্মচারীর বিধবা এবং নির্ভরশীল সন্তানদের আর্থিক সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। ভগবন্তী (শ্রীমতী)-বনাম -ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে, এআইআর ১৯৮৯ এসসি ২০৮৮-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, পারিবারিক পেনশনের উদ্দেশ্য এবং প্রকৃতি বিবেচনা করে, স্বামী/স্ত্রীকে বাদ দেওয়ার জন্য সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত, যিনি অবসর গ্রহণের পরে সরকারী কর্মচারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং বিবাহের বাইরে অবসর গ্রহণের পরে জন্মগ্রহণকারী সন্তানদের নির্বিচারে এবং বৈষম্যমূলক বলে মনে করা হয়েছিল।

২২ . রামেশ্বরী দেবীর রায়ে-বনাম -বিহার রাজ্য, (২০০০) ২ এস. সি. সি ৪৩৮১-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, রায়ে বলা হয় এমনকি দ্বিতীয় বিবাহের মাধ্যমে সন্তানরাও (হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫-এর ধারা ১৬-এর অর্থের মধ্যে বৈধ সন্তান হওয়া) পারিবারিক পেনশন পাওয়ার অধিকারী বলে বিবেচিত হয়েছিল।

২৩. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য; অর্পিতা সরকার 'কাকলী চক্রবর্তী (দত্ত)-বনাম - পূর্ণিমা দাস & অন্যান্য, ২০১৭ সালে রিপোর্ট করা হয়েছে (৪) কলকাতা এইচএন ৩৬২ (এফবি),তে যে প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য পড়ে তা নিম্নরূপঃ

"কোনও কর্মচারীর কন্যা, যিনি কর্মজীবনে মারা যাচ্ছেন বা স্থায়ী অক্ষমতায় ভুগছেন, যিনি কর্মচারীর মৃত্যুর/স্থায়ী অক্ষমতার তারিখে বিবাহিত, যদিও তিনি কেবলমাত্র এই ধরনের কর্মচারীর উপার্জনের উপর নির্ভরশীল, তাকে সহানুভূতিশীল নিয়োগের বিবেচনার ক্ষেত্র থেকে বাদ দেওয়ার রাজ্য সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত কি সাংবিধানিকভাবে বৈধ?"

২২ . এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় মাননীয়া সাংবিধানিক বেঞ্চ এই মন্তব্য করে খুশি হয়েছিল যে, ভারতীয় সমাজে কোনও বিবাহিত কন্যা বিবাহবিচ্ছেদপ্রাপ্ত বা পরিত্যক্ত স্ত্রী হতে পারে এবং সে তার বাবার উপার্জনের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হতে পারে এবং একজন বিবাহিত কন্যাকে তার বাবা-মায়ের (সরকারি কর্মচারী) দ্বারা বর্ষিত পরোপকারের উপর নির্ভর করতে বাধ্য করা যেতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত, মানবসম্পদ সাংবিধানিক বেঞ্চ এই রায় দিতে পেরে খুশি হয়েছিল যে, বিবাহিত কন্যাদের সহানুভূতিশীল নিয়োগের আওতা থেকে বাদ দেওয়া, যার অর্থ তারা 'নির্ভরশীল' সংজ্ঞা দ্বারা আচ্ছাদিত নয় এবং এমনকি আবেদন করার অযোগ্য, সাংবিধানিকভাবে বৈধ নয় এবং এটি রায় দেওয়া হয়েছিল যে সম্পূর্ণরূপে বিবাহের ভিত্তিতে কন্যাদের বাদ দেওয়া একটি অগ্রহণযোগ্য বৈষম্য এবং ভারতের সংবিধানের ১৪ এবং ১৫ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন হবে।

২৩. এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে ভারতের সংবিধানের ১৫ (১) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রকে লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্য করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, বরং সংবিধানের ১৫ (৮) অনুচ্ছেদে রাজ্যকে মহিলার জন্য বিশেষ বিধান করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ৩৯ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রের উচিত

পুরুষ ও মহিলাদের পর্যাপ্ত উপার্জনের অধিকার রয়েছে তা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা এবং সংবিধানের ১৩ (২) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রকে এমন কোনও আইন তৈরি করতে নিষেধ করা হয়েছে যা সংবিধানের তৃতীয় অংশের অধীনে প্রদত্ত নাগরিকদের অধিকারকে হ্রাস করে।

২৪. পারিবারিক পেনশন প্রকল্প হল ভারতের সংবিধানের আর্থ-সামাজিক প্রয়োজনীয়তা যা একটি কল্যাণমূলক রাজ্য এবং পারিবারিক পেনশন প্রকল্প প্রবর্তনের উদ্দেশ্য হল মৃত কর্মচারী/পেনশনভোগী বা তার/তার পরিবারের উপর নির্ভরশীলদের সহায়তা করা যাতে এই ধরনের মৃত কর্মচারী/পেনশনের মৃত্যুর কারণে নির্ভরশীল বা তার/তার পরিবার যে দারিদ্র্যের মধ্যে ডুবে গেছে তা কাটিয়ে উঠতে পারে।আর্থিক সঙ্কটের কারণে একজন বিধবা কন্যা তার পিতামাতার বাড়িতে আশ্রয় নিতে পারে এবং একটি বেসরকারী কলেজের মৃত শিক্ষকের পেনশনে বেঁচে থাকতে পারে এবং তাই, পারিবারিক পেনশনের উদ্দেশ্যে পরিবারের সংজ্ঞা থেকে একজন বিধবা কন্যাকে বাদ দেওয়ার কোনও যোগসূত্র নেই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের সাথে।

২৫. পুনরাবৃত্তির মূল্যে, এটি বলা যেতে পারে যে বেসরকারী কলেজের একজন শিক্ষক এবং সরকারী কলেজের একজন শিক্ষক বা একজন সরকারী কর্মচারীর মধ্যে বিশেষত পেনশনারি সুবিধাগুলির ক্ষেত্রে যে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে তা পাবলিক ইন্সট্রাকশন ডিরেক্টর, ডাব্লু. বি. সরকার বনাম বেসরকারী কলেজ ও অন্যান্যদের সুপারনিউয়েটেড শিক্ষকদের সমিতি (উপরে) এবং এই জাতীয় সিদ্ধান্ত তার চূড়ান্ততা অর্জন করেছে।

২৬ . সরকারের বিধবা কন্যার মধ্যে যে শ্রেণীবিভাগ করা হয় কর্মচারী এবং একজন বেসরকারী শিক্ষকের বিধবা কন্যা পারিবারিক পেনশনের উদ্দেশ্যে

কলেজগুলি যুক্তিসঙ্গত এবং বোধগম্য নয় এবং এই ধরনের শ্রেণিবিন্যাস এবং/অথবা পার্থক্যের সঙ্গে এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের কোনও যোগসূত্র নেই। আমি এই ধরনের শ্রেণিবিন্যাসের পিছনে কোনও যৌক্তিকতা, যৌক্তিকতা এবং/অথবা যুক্তি খুঁজে পাইনি। ফলস্বরূপ, আমার মনে করতে কোনও দ্বিধা নেই যে এই ধরনের শ্রেণিবিন্যাস এবং/অথবা পার্থক্য ভারতীয় সংবিধানের ১৪ ও ১৫ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন এবং পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারী কলেজ শিক্ষকদের ৫ (থ) (২) অনুচ্ছেদে পারিবারিক পেনশনের উদ্দেশ্যে বিধবা কন্যাকে পরিবারের সংজ্ঞা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এখানে (মৃত্যু-সহ-অবসর সুবিধা) প্রকল্পটি সাংবিধানিকভাবে বৈধ নয়।

২৭. এই প্রসঙ্গের বাইরে উল্লেখ করা যাবে না যে এটি আইনের সুপরিচিত প্রস্তাব এখানে আইনের যে সাধারণভাবে একটি রিট আদালত সরকারি নীতিতে হস্তক্ষেপ করে না যেহেতু নীতির প্রশ্ন মূলত রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য, কিন্তু যদি সরকারের নীতি এমনকি তার অর্থনৈতিক নীতিও নির্বিচারে, অন্যায্য, অযৌক্তিক এবং সাংবিধানিক বিধানগুলির লঙ্ঘনকারী বা সংবিধিবদ্ধ বিধানগুলির বিপরীতে পাওয়া যায়, তবে একটি রিট আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে। স্বীকারযোগ্যভাবে, সরকারী কর্তৃপক্ষদের নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা থাকতে হবে তবে সেই বিচক্ষণতা অবাধ এবং অপরিবর্তনীয় নয় (ইশান খালিদ বনাম ভারত ইউনিয়ন দেখুন, (২০১৪) ১৩৮ এস. সি. সি. ৩৫৬ এবং ব্রিজ মোহন লাল বনাম ভারত ইউনিয়ন, (২০১২) ৬ এস. সি. সি. ৫০২-এ রিপোর্ট করা হয়েছে)।

২৮. পূর্ববর্তী বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাবলিক ইন্সট্রাকশন ডিরেক্টর কর্তৃক ২৪শে মার্চ, ২০২২ তারিখের ৪৪এল/১সি-২৩৫এল/২০২১ নং আদেশটি বাতিল করা হয়েছে। পাবলিক ইন্সট্রাকশন ডিরেক্টর আবেদনকারীর পক্ষে পারিবারিক পেনশন ছেড়ে দেবে যদি সে আর্থিক নির্ভরতার মানদণ্ড পূরণ করে

আর্থিক নির্ভরতার মানদণ্ড। যদি আবেদনকারীর দাবি গ্রহণযোগ্য না হয়, তবে একটি যুক্তিসঙ্গত আদেশ পাস করা হবে এবং আবেদনকারীকে অবশ্যই এই ধরনের যুক্তিসঙ্গত আদেশ জানাতে হবে। এই আদেশের একটি অনুলিপি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ১২ (বারো) সপ্তাহের মধ্যে পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে হবে।

২৯. এই রায়ে করা পর্যবেক্ষণের আলোকে বিধবা কন্যাকে পারিবারিক পেনশনের উদ্দেশ্যে 'পরিবার' অভিব্যক্তিটির সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পক্ষে নিয়ম প্রণয়নের জন্য উন্মুক্ত থাকবে যাতে কোনও বেসরকারী কলেজ এবং/অথবা রাজ্য-অনুমোদিত বা রাজ্য-সহায়তাপ্রাপ্ত কলেজের শিক্ষকের বিধবা কন্যাকে পারিবারিক পেনশনের সুবিধা উপভোগ করার অধিকার দেওয়া যায়।

৩৩. এই পর্যবেক্ষণ এবং আদেশের সাথে, রিট পিটিশনটি **২০২২ সালের ডব্লিউপিএ ১৩৬৪২** হচ্ছে, তবে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ ছাড়াই **নিষ্পত্তি** করা হয়েছে।

৩৪. দলগুলি এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে দেওয়া রায় এবং আদেশ এর সার্ভার অনুলিপির ভিত্তিতে কাজ করার অধিকারী হবে।

৩৫. এই রায়ের জরুরি জেরক্স প্রত্যয়িত ফটোকপি, যদি আবেদন করা হয়, তাহলে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার উপর পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে।

(বিচারক পার্থ সারথি চ্যাটার্জি,)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly